সবজি সহ নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ জরুরি

সারাদেশে সবজির চাহিদা যোগান দেওয়ার অন্যতম উৎস স্থল দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা মেহেরপুর। মেহেরপুরের চাহিদা মেটানোর পর প্রতিদিনই প্রায় ২০ থেকে ২৫ ট্রাক সবজি রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হয়। অথচ সেই মেহেরপুরেও সবজির দাম অসহনীয় ভাবে বেড়েই চলেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নিত্যপণ্যের দামও।

বাড়ছে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের। এমন কোন সবজি নেই যার কেজি ৫০ টাকার কম। উৎপাদনস্থলে এমন অবস্থা তখন সারাদেশে কি অবস্থা চলছে বিভিন্ন পত্রিকা ও টেলিভিশন দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। সরকারও সবজিসহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে দেশের বাজারের পণ্যমূল্যর দাম উঠা-নামা করার সম্পর্ক রয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার সাথে সাথে দেশের বাজারেও দ্রুত দাম বেড়ে যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলে দেশের বাজারে সেই দাম সহজে আর কমে না। তখন ব্যবসায়ীরা বলেন, বেশি দামে আমদানি করা পণ্যর যোগান থাকায় দাম কমানো সম্ভব হয়না। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করতে হবে। কঠোরভাবে এসকল সিণ্ডিকেট ভাঙতে হবে। জরুরিভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণের উপরই সরকারকে জোর দিতে হবে।

মেহেরপুর তহ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোঃ আবু হানিফ বলেছেন, বর্ষার কারণে এবার অনেক ফসল নামলা (পরে) হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে বাইরের চাপ মেহেরপুরের থেকে অনেক বেশি। বর্তমানে বাজারে বাইরের ক্রেতাদের সংখ্যাও অনেক বেশি। বর্তমানে ক্রেতারা সরাসরি মাঠ থেকেও মাল কিনে ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাচ্ছে।
সবজি উৎপাদন নিয়ে কৃষিবিদ স্বপন কুমার খাঁ বলেছেন, কৃষি বিভাগের কাজ হচ্ছে কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

উৎপাদনে আমরা সফল হয়েছি। আমার চাষি তার উৎপাদিত ফসলের মূল্য পাচ্ছে। সবজির যে উচ্চমূল্য তা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অতিবৃষ্টি

ও বন্যার কারণে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সবজি নষ্ট হয়ে গেছে। সে কারণে আমাদের এলাকার সবজির টান পড়েছে। বর্তমানে আমাদের এখানে বাইরের ক্রেতাদের আগমন অনেক বেশি। তারা এখানকার বাজার থেকে আবার সরাসরি মাঠ থেকে সবজি দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। শুধূমাত্র মেহেরপুর জেলায় এবছর সাড়ে ৪ হাজার হেক্টর জমিতে সবজি চাষ হয়েছে এবং ফলনও খুব ভালো হয়েছে। তবে বাজার ব্যবস্থাপনার সুষ্ট বন্টন করতে পারলে সবজিসহ সকল পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে।

ভোট উৎসব যেন উৎসবই হয়

২য় ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামি ১১ নভেম্বর। সারাদেশের ৮৪৮টি ইউনিয়নের মধ্যে মেহেরপুরের ৯টি ইউনিয়নে এ ধাপে নির্বাচন হবে। ইতোমধ্যে প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়া শেষ হয়েছে। ৯টি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে ৪৯ জন, সাধারণ সদস্য পদে ৩৩৩ জন এবং সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে ৯৯ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষনা হওয়ার পরপরই সম্ভাব্য সকল প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাওয়া, কুশল বিনিময়, নিজের প্রার্থীতা ঘোষনা, ভোট চাওয়াসহ নির্বাচনী প্রচারণা অংশ হিসেবে যা যা করার সবই শুরু করেছেন। অধিকাংশ ইউনিয়নে ৫জনের অধিক প্রার্থী চেয়ারম্যান পদে, ওয়ার্ডগুলোতে ৪জনের অধিক প্রার্থী সদস্য পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। সব মিলিয়ে ৪৮১ জন প্রার্থী ১১ নভেম্বরের ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রার্থীতা যাচাই বাছাই ও প্রত্যাহারের সময় কিছু প্রার্থী কমে গেলেও ভোটযুদ্ধে থেকে যাবেন অধিকাংশ প্রার্থী।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রতি ৫বছর পরপর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নাগরিকরা তাদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে ৫ বছর পরপর তাদের পছন্দের একজনকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করার সুযোগ পান। আগামি ১১ নভেম্বর নাগরিকদের প্রত্যাশা একটাই যাতে নিরেপক্ষ ভাবে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। ভোটের দিন যেন উৎসবের দিনে পরিণত হয়। সরকার, স্থানীয় প্রশাসন

যেন ভোটের উৎসবকে সত্যিকারের উৎসবে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ভোটের উৎসবে হাঙ্গা দাঙ্গামা যেন কোনভাবে সৃষ্টি না হয় সেদিকে কঠোর নজরদারি রাখা। তৃণমূলের এ ভোট উৎসব যেন নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে। এই উদ্দীপনায় অংশ নিতে প্রার্থী ও তাদের কর্মী সমর্থকদেরও নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগীতা করতে হবে। নাগরিক হিসেবে জনসাধারণ একটাই প্রত্যাশা করে, ভোট উৎসব যেন উৎসবই হয়।

মেহেরপুরের ক্রীড়া সংস্থা কি জবাব দিবেন ?

৯ম বাংলাদেশ গেমসে মেহেরপুর জেলা নেই কেন? এ প্রশ্নের জবাব কে দিবেন? জেলা ক্রীড়া সংস্থা কি এ দায় এড়াতে পারবেন। প্রাণের মেহেরপুর, যে মেহেরপুর স্বাধীনতার তীর্থ স্থান। স্বাধীনতার ৫০ বছরে সূবর্ণজয়ন্তী পালন করছে জাতী।

সূবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর শুভক্ষণে ৯ম বাংলাদেশ গেমস চলমান। ৯ম বাংলাদেশ গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের সব জেলা অংশ নিলেও মেহেরপুর জেলা অংশ নেয়নি। মেহেরপুর লেখা ব্যানারটিও মাটিতে পড়ে ছিল। মেহেদী নামের মেহেরপুরের এক বাস্কেটবল খেলোয়াড় এ দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে ব্যানারটি নিয়ে নিজেই একটি ছবি তুলেছেন। ছবি তুলে তিনি মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষা নামের একটি ফেসবুকে আবেগঘন একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। যে স্ট্যাটাস তুলে ধরে মেহেরপুর প্রতিদিন গতকাল শনিবার একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে। যা মেহেরপুরের ক্রীড়া কর্তাদের প্রতি বিরুপ ধারণা তৈরি হয়েছে। কেন মেহেরপুর কোন খেলায় অংশ নেয় না। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তারা কি জবাব দিবেন। এটি কি লজ্জার নয় তাদের জন্য।

মেহেদী তার স্ট্যাটাসে বিষয়টি গুরত্বসহকারে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, আমার এই ১৩ বছর খেলাধুলার ক্যারিয়ারে জাতীয় পর্যায়ে কোথাও খুঁজে পায়নি আমার মেহেরপুর জেলাকে। হাতে গোনা কয়েকজন আছে

যারা বিকেএসপিতে ভর্তি হয়েছে। তাও আবার সে ভালো কিছু করলে নাম হয় বিকেএসপির। একমাত্র ইমরুল কায়েস ভাই কিছু করলে নাম হয় মেহেরপুর জেলার। কিন্তুু ইমরুল কায়েস ভাইকে দিয়ে আর কতদিন। আমার মেহেরপুর জেলার সকল মানি গুনি এবং খেলাধুলা প্রেমিদের কে বলবো এখনো সময় আছে সামনে তরুণ প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে প্রতিটা খেলার আয়োজন করুন প্রতিটা খেলার জন্য জায়গা তৈরী করুন বাদ যাবেনা একটা খেলাও। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, এ্যথলেটিকস, সাঁতার, বাস্কেটবল, ভলিবল, কাবাডি, হ্যাণ্ডবল সবগুলো খেলা থাকবে। বাংলাদেশের যে কোন খেলা হোক না কেন সবার আগে আগে থাকবে আমার মেহেরপুর জেলার নাম।

মেহেদীর সাথে সুর মিলিয়ে আমরাও আশা করবো যে কোন খেলায় যেন মেহেরপুর জেলা অংশ নেয়। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তারা এ বিষয়টি বিবেচনায় নিবেন। পরবর্তীতে এ লজ্জা থেকে মেহেরপুর জেলাকে রক্ষা করবেন এমনটাই প্রত্যাশা করি।

করোনা সংক্রমণ এড়াতে প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে

গেলো দশ দিনে দেশে করোনা সংক্রমণ বেড়েছে হু হু করে। গত ২২ মার্চ দেশে করোনা শনাক্ত হয়েছিল ২৮০৯ জন, মৃত্যু হয়েছিল ৩০ জনের। ঠিক দশ দিন পর শনাক্ত হয়েছে ৬৪৬৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫৯ জনের। গেলো ১০দিনের পরিসংখ্যান একত্রিত করলে করোনা শনাক্ত হয়েছে ৪৬ হাজার ৮৮৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪১৫ জনের।

একইভাবে গত ২ সপ্তাহে মেহেরপুর জেলাতেও শনাক্ত হয়েছে ৪৫জন করোনা রোগী। যেখানে জানুয়ারিতে ছিল মাত্র ১৫ জন, ফেব্রয়ারিতে ছিল মাত্র ১ জন । তারপর থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত ছিল শূণ্য। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য মতে গত ১৩ মার্চ থেকে এপর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫ জন। মেহেরপুরে আক্রান্তদের অধিকাংশ সদর উপজেলার। কক্সবাজার, ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে ফিরে এসে তারা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ফলে একই ভাবে এক স্থান

অন্য স্থানে করোনা সংক্রমিত হচ্ছে।

গণপরিবহনে অর্ধেক আসন সংখ্যা বাস্তবায়ন করাসহ করোনা সংক্রমণের উর্ধ্বগতিতে সরকার নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮ দফা নির্দেশনা জারি করেছে। সেই নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে কাজে লাগানোর জন্য প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের তাগাদাও দিয়েছে সরকার। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মাস্ক ব্যবহার করাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে ব্যাপারে সচেতনতা করা হচ্ছে। গণপরিবহনে অতিরিক্ত যাত্রী নেওয়ায় জরিমানা করা হয়েছে।

তবে করোনা সংক্রমণ উর্ধ্বগতিতে বাড়লেও বিভিন্ন ধরণের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জনসমাগম হতে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে পর্যটন এলাকাগুলোতে গত কয়েকদিন দেখা গিয়েছে তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

সরকার গতকাল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত কক্সবাজারসহ পর্যটন কেন্দ্রগুলি বন্ধ রাখার ঘোষনা দিয়েছে, যা অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ। একইভাবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিণ্ন জনসমাগম জাতীয় অনুষ্ঠান বন্ধে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ও অবস্থানের পুরোটা সময়ই মাস্ক পরাসহ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

স্বাস্থ্যবিধি না মানলে করোনা ভয়াবহ রুপ নেওয়ার আশঙ্কা

সম্পাদকীয়
করোনার ২য় ওয়েভ শুরু হতে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। গত কয়েকদিনে দেশে করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুহার বেড়ে যাওয়ায় এ আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ অবস্থায় নতুন করে আবারো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে।
ইতিমধ্যেই দেশের সকল জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন ও ইউএনওদের চিঠি

দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর । চিঠিতে বিয়ে, সভা-সমাবেশ, ওয়াজ মাহফিলসহ যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ করতে বা কমাতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে গত রবিবার একদিনে নতুন করে ১হাজার ১৫৯ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। শনাক্ত হার বেড়ে দাড়িয়েছে ৭দশমিক ১৫ শতাংশে। শনাক্তের এ হার গত ৬৩ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ। নতুন করে করোনা রোগী শনাক্ত বাড়ার পাশাপাশি মৃত্যুও বেড়েছে। গত রবিবার ১৮ জন মারা গেছেন। গত ৪৯ দিনের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, চলাফেরা দেখে বোঝার উপায় নেই মরনঘাতি করোনা নামক কোন রোগ এখনো বিদ্যামান। খুব সচেতন কিছু মানুষ ছাড়া কারো মুখে মাস্ক দেখা যায় না। অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার তো বালাই নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রয়েছে। আগামি ৩০ মার্চ থেকে শিক্ষা খোলার চিন্তাভাবনা করছে সরকার।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকলেও শিক্ষকরা অনেক অনেক শিক্ষার্থীদের একত্রিত করে কোচিং, প্রাইভেট, টিউশনি ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনই কঠোর না হলে ভয়াবহ পরিণতি হতে সময় লাগবে না। সংশ্লিষ্টদের উচিত এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অতিমারী করোনা থেকে সুরক্ষার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

কৃষি জমি রক্ষায় কঠোর হতে হবে

যত্রতত্র ইটভাটা গড়ে ওঠা ও পুকুর খননের কারণে প্রতিনিয়ত আবাদি জমি কমে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় একশ্রেণীর অসাধু ব্যক্তিরা সিন্ডিকেট তৈরি করে মাটি বিক্রি শুরু করছেন প্রকাশ্যে দিবালোকে । এসকল সিন্ডিকেট ভেঙ্গে আবাদি জমি রক্ষা করতে হবে।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য মতে, উপজেলায় পাঁচ বছর আগেও আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ২৮ হাজার ৫৬৬ হেক্টর । কিন্তু আবাদি জমি কমতে কমতে বর্তমানে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ১১৪ হেক্টর । অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার হেক্টর জমি আবাদ অযোগ্য হয়ে পড়েছে । যার কারণে ভবিষ্যতে খাদ্য সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এমনটি আশংকা

করছেন কৃষি কর্মকর্তা।

সরকারি বিধি অনুযায়ী জমি শ্রেণীকরণ পরিবর্তনে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সে বিধি মানছেন না জমির মালিকরা। ফলে দেদারছে জমি কেটে পুকুর খননসহ বিভিন্ন ইটভাটায় বিক্রি করছেন ।

বালুমহাল ও জমি ব্যবস্থাপনা আইনে পুকুর খনন করতে হলে সরকারের অনুমতি নিতে হবে এবং কতটুকু গভীর করে পুকুর খনন করতে হবে তারও নির্দেশনা রয়েছে। এর কোনোটিই মানছেন না জমির মালিকরা। একদিকে জমির মালিকরা আইন মানছের না অন্যদিকে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারাও উদাসীন রয়েছেন।

কৃষি জমি সুরক্ষা আইন ২০১৬ তে বলা হয়েছে, যে কোন ব্যক্তি কৃষিজমি শ্রেণী পরিবর্তন করতে পারবেন না তবে জেলা প্রশাসকের অনুমতি সাপেক্ষে কৃষি জমির শ্রেণী পরিবর্তন করতে পারবেন। আইনের ৪(১) ধারায় বলা হয়েছে যে কোন ব্যক্তি কৃষি জমির শ্রেণী পরিবর্তন করতে পারবে না। পরিবর্তন করলে ওই ব্যক্তির সর্বোচ্চ তিন বছর সাজা অথবা তিন লক্ষ টাকা জরিমানা এমনকি উভয় দণ্ডও হতে পারে।

প্রচলিত আইন থাকার পরও দেদারছে মাটি বিক্রি করার ফলে আবাদি জমি কমে যাচ্ছে। যার ফলাফল সুখকর নয়। যতদ্রুত সম্ভব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইনপ্রয়োগের মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে কৃষি জমি রক্ষায় এগিয়ে আসুন।

ক্ষমতা ধরে রাখতে মামলা, এ সিণ্ডিকেট ভাঙতে হবে

পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ঠিক আগ মূহুর্তে নিজেদের লোক দিয়ে মামলা করিয়ে নির্বাচন বন্ধের ঘটনা দেশে নতুন সংস্কৃতি না। ক্ষমতাকে ধরে রাখতে মেয়র ও চেয়ারম্যানরা নিজেরায় কখনো সীমানা জটিলতা, কখনো অন্য সমস্যা দেখিয়ে মামলা করে ক্ষমতায় বসে থাকেন।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ক্ষমতায় বসাবেন এটাই হয়ে থাকে। কিন্তু দেশে এ ধরণের ভোট বন্ধ করার জন্য একটি সিণ্ডিকেট রয়েছে। প্রতি নির্বাচনের সময় খোঁজ পাওয়া যায় অনেকগুলো পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন হচ্ছে না।

আগামী এপ্রিলের মধ্যে দেশের মেয়াদ উত্তীর্ণ পৌরসভা গুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা । পৌরসভা আইন অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ৯০ দিনের মধ্যে ভোট গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

তবে মামলা না থাকলেও ২০১৬ সালের ২ এপ্রিল মেয়াদ শেষ হয়েছে ঝিনাইদহ পৌরসভায়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত নির্বাচন হয়নি। সম্প্রতি ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য ইসিকে পত্র দিয়েছে। মেহেরপুরের সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১১ সালে। সেখানেও সীমানা সংক্রান্ত জটিলতায় নির্বাচন হয়নি। একই জটিলতায় মেহেরপুর পৌরসভাতেও নির্বাচন বন্ধ ছিল। তবে ২০১৭ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আন্দোলনের ফলে মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, বতর্মানে দেশে পৌরসভার সংখ্যা ৩২৯। এর মধ্যে নির্বাচন-উপযোগী পৌরসভার সংখ্যা ২৯১। আগামী বছরের মার্চের মধ্যে নির্বাচন হবে ২৩৫ পৌরসভায় এবং এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন হবে ৫৬ পৌরসভায়। কিন্তু সীমানা জটিলতা ও মামলার কারণে নির্বাচন আটকে আছে ৩৮ পৌরসভায়।

‘আদালতের স্টে অর্ডার থাকলে নির্বাচন করা সম্ভব না’ বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার। তাহলে ঐ ৩৮টি পৌরসভায় কবে নির্বাচন হবে কেউ বলতে পারবে না। যেদিন আদালত নির্বাচন করতে বাধা নেই বলে আদেশ দেবে তারপরই সম্ভব নির্বাচনের আয়োজন করা।
নির্বাচন বন্ধে এ সকল সিণ্ডিকেটকে ভাঙতে হবে। ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে যারা বাঁধাগ্রস্থ করে তাদের চিহ্নিত করে কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের এ বিষয়ে ভ’মিকা রাখতে হবে।

সাইবার অপরাধ দমাতে তৎপর পুলিশ, অভিভাবকেরও দায়িত্ব রয়েছে

ফেসবুক, ইমোসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বর্তমান সময়ে সাইবার অপরাধ বাড়ছে। সামাজিক বিভিন্ন শালিসের বিষয়বস্তুই হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে নিয়ে। মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য, উপাত্ত, আপত্তিকর কনটেন্ট প্রকাশ করার হুমকি দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে এ ধরণের অপরাধ করছে এক শ্রেণীর অপরাধীরা।

দ্রুত এ ধরণের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে। একই সঙ্গে অভিভাবকদের এ বিষয়টি গুরত্ব সহকারে নিয়ে কিশোর সন্তানদের নজরে রাখতে হবে।

সাইবার অপরাধের সূত্র ধরে সম্প্রতি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থীকে আটক করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। এরা আন্তর্জাতিক ডার্কসাইটের নিবন্ধনকৃত সদস্য। তারা কিশোরী মেয়েদের ফুসলিয়ে তাদের কাছে থেকে পর্ণোগ্রাফির কনটেন্ট সংগ্রহ করে ওই ডার্কসাইটগুলোতে দেয়। না দিলে তাদের পরিচয় ফাঁস করে দেওয়া হবে হুমকি দেওয়া হয় সাইটগুলো। যে ভয়ে তারা এ ধরণের অপরাধ গুলো করতো বলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে স্বীকরোক্তী দিয়েছে।

বিশেষ করে মানসিকভাবে বিকৃত শ্রেণীর অপরাধীরা এই ধরণের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে বেছে নিয়ে তার অপব্যবহারের মাধ্যমে অন্যকে বিব্রত করে। এদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে, সামাজিক ভাবেও বর্জন করতে হবে। পাশাপাশি এ ধরণের অপরাধে যাতে অন্যরা না জড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কঠোর না হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে। করোনা কালে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় কিশোর কিশোরীরা ইন্টারনেটের প্রতি ঝুকে পড়েছে। তাদের নজরে রাখার পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবহারের সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে। আর এ কাজটি সবার আগে করতে হবে অভিভাবকদের।

সাইবার অপরাধ দমনে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পুলিশ রাজধানীতে একটি

সাইবার থানা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছে। পরবর্তিতে বিভাগীয় পর্যায়ে এ ধরণের সাইবার থানা প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। সাইবার থানায় যে সকল কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পাবেন তাদের সকলেই সাইবার অপরাধ নিয়ে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ফলে ভুক্তভোগীরা সরাসরি সাইবার থানায় অভিযোগ করে দ্রুত সমস্যার সমাধান পাবেন।

এছাড়াও প্রতিটি থানাতে সাইবার থানার হট লিংক স্থাপন করতে হবে যাতে ভুক্তভোগীরা দ্রুত এ সমস্যার সমাধান পায় এবং হয়রানি থেকে বাঁচতে পারে।

শান্ত মেহেরপুর কে শান্তই দেখতে চাই

মেহেরপুর থানার অদূরে ফারুক নামের এক সরকারি কর্মচারীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তবে কি কারণে বা কারা এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে পুলিশ জানতে পারেনি। জানতে পারেনি তার পরিবার বা স্থানীয়রা।

পুলিশ কয়েকটি বিষয়কে সামনে নিয়ে হত্যাকাণ্ডের মোটিভ খুজার চেষ্টা করছে। তবে ২৪ ঘন্টাতেও তেমন কোন আশাব্যঞ্জক খবর পাওয়া যায়নি। যথারিতি দাফন শেষে ফারুকের স্ত্রী বাদি হয়ে একটি হত্যা মামলা করেছেন। যেহেতু হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোন কিছুই কেউ জানে না সে হিসেবে অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। তবে ফারুকের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। যদিও মোবাইল ফোনটি ঘাতকরা নাকি ভেঙে দিয়েছে। তবে পুলিশের তদন্তে মোবাইল ফোনটি অনেক আশার খবর দেবে এটাই ধারণা করা হচ্ছে।

তবে যে বিষয়টি সবচেয়ে সাধারণ মানুষের মনে নাড়া দিয়েছে তা হলো শহরের মত একটি স্থানে এ ধরণের হত্যাকাণ্ড কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না।
তবে কি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে? শান্ত মেহেরপুর কি অশান্ত হতে চলেছে? সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি তৈরি হচ্ছে।

দু’একটি অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটলেই আইন শৃঙ্খলা অবনতি বলা যাই ই বা কিভাবে। আবার খুব বেশি ভাল অবস্থা সেটিও বলা যাচ্ছে না। গত মাসের ২ তারিখে গাংনীর হাড়াভাঙ্গায় মসজিদের এক মুয়াজ্জিনকে কুপিয়ে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। দুই মাসে দুই খুন। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে আরো সক্রিয় হতে হবে। শান্ত মেহেরপুর যেন কোনভাবেই অশান্ত না হয়ে যায় সেদিকে আইন শৃঙ্খলাবাহিনীকে সজাগ থাকতে হবে।

সাংবাদিক, প্রশিক্ষণ ও বাস্তবতা!

দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের মধ্যে গ্রুপিং, মতবিরোধ আছে, থাকতেই পারে। সেই মতবিরোধ সাংবাদিকতার সকল ক্ষেত্রেই কাজে লাগানোটাও অপসাংবাদিকতার একটি রুপ।

মতের বিরুদ্ধে গেলেই যে সহকর্মীর বিরুদ্ধে যেতে হবে এটা হয়তো কাম্য নয়। তবে সাংবাদিকদের মধ্যে এটি অনেক বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাংবাদিকতার সংবাদকে কেন্দ্র করেও সহকর্মী সাংবাদিকের বিরুদ্ধে যেতেও আজকাল খুব বেশি কার্পণ্য দেখাচ্ছেন না।

এছাড়াও সাংবাদিকতার মধ্যে যখন অতিবেশি রাজনীতিকরণ ঢুকে পড়ে তখন আর সাংবাদিকতা থাকেনা সেটি দলবাজি হয়ে যায়। ক্ষমতাসীন রাজনীতিকরা সবসময়ই সাংবাদিকদের পক্ষে নিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ খোঁজেন। সেক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকরা সফল হচ্ছেন তাদের কাঙ্খিত প্রত্যাশা পূরণে। যখন যে সাংবাদিককে যেভাবে চাচ্ছেন, সেভাবে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি করে ফেলছেন। একজন সংবাদ কর্মী হিসেবে এটা আমাদের জন্য খুবই লজ্জার এবং অপমানজনক।

ঠিক তেমনি সেই ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় থেকে নিজেদের সুরক্ষা করতেও ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন আমার সহকর্মীরা। কেউ বা পদের সুরক্ষা নিয়ে আবার কেউ বা অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিয়ে। যাহোক এ সংস্কৃতি থেকে বের হতে না পারলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারার জন্য অন্য কাউকে লাগবে না।

মতবিরোধের সূত্র ধরেই তিন দিন ব্যাপী মেহেরপুরে সাংবাদিকদের অনুসন্ধানী রিপোটিং প্রশিক্ষণে স্থান পাননি দেশের প্রথম সারি ও মূলধারার গণমাধ্যমগুলোর সাংবাদিকরা।

যুগান্তর, কালের কণ্ঠ, বাসস, ইত্তেফাক, বাংলাদেশ প্রতিদিন, প্রতিদিনের সংবাদ, মানবজমিন, ভোরের কাগজ, ডেইলি স্টার, আমাদের অর্থনীতি, বণিক বার্তা, বিজয় টিভি, বাংলা টিভি, মোহনা টিভি, সময়ের আলো, জবাবদিহিরমত গণমাধ্যমগুলোর সাংবাদিকদের নেওয়া হয়নি প্রশিক্ষণে। মেহেরপুরবাসী ও মেহেরপুরের সাংবাদিকদের লজ্জার ইতিহাস থেকে রক্ষার দায়িত্ব নেওয়া মেহেরপুরের একমাত্র দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনকেও প্রশিক্ষণের বিষয়ে কোন ধরণের আমন্ত্রণ বা অবগত করানো হয়নি।

তবে প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রেস ইনষ্টিউট (পিআইবি) যথাযথ গুরত্ব না দিয়ে কথিত একটি তালিকা ধরেই প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। কথিত বলার পেছনে কারণ হলো প্রেসক্লাবের পিয়ন পদে চাকরি করা ব্যক্তিটি, সাংবাদিক থেকে ইস্তফা দেওয়া সাংবাদিক, পত্রিকা বা টেলিভিশন কিছুই নেই এমন জনকেও এই প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের এই যায়গা টিকে কি প্রশ্নের বাইরে রাখা যেত না? “যাদের চোখে, সমাজ দেখে,” তাদের অন্তত এ ধরণের কাজগুলো করার আগে দুটি বার ভেবে দেখার জন্য বিনয়ী আহবান জানাচ্ছি।